মাস্টারকার্ড ও ইবিএলের সহযোগিতায় পেপারফ্লাই নিয়ে এলো ‘ক্যাশলেস পে’

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট

ক্রেতাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে ও অনলাইনে কেনাকাটা করার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তম হোম ডেলিভারি নেটওয়ার্ক পেপারফ্লাই সম্প্রতি মাস্টারকার্ড ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের (ইবিএল) সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে একটি ডিজিটাল পেমেন্ট অন ডেলিভারি সল্যুশন ‘ক্যাশলেস পে’ উদ্বোধন করেছে। যেসব ক্রেতা অনলাইনে অর্ডার দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে পণ্য নিজেদের দোরগোড়ায় পেতে চান তারা পেপারফ্লাইয়ের নতুন এই ডিজিটাল পেমেন্ট সেবার মাধ্যমে এখন থেকে পণ্য গ্রহণের সময় নগদে মূল্য পরিশোধের (ক্যাশ অন ডেলিভারি-সিওডি) পরিবর্তে ডিজিটাল উপায়ে মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। সারা দেশেই মিলবে এই সেবা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল পেমেন্ট অন ডেলিভারি সিস্টেম ‘ক্যাশলেস পে’ উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হুমায়ুন কবির, বেসিসের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলমাস কবির ও ই-ক্যাবের চেয়ারম্যান শমী কায়সার। নতুন এই ‘ক্যাশলেস পে’ সেবা হলো একটি অগ্রসর প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান। ইবিএলের মাধ্যমে মাস্টারকার্ডের পেমেন্ট টেকনোলজির সহযোগিতায় সেবাটি নিশ্চিত করবে পেপারফ্লাই। ক্যাশলেস পেমেন্টের ক্ষেত্রে দেশে এটি প্রথম সেবা, যার জন্য কোনো পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস) মেশিনের প্রয়োজন নেই। ক্রেতারা পেপারফ্লাইয়ের সরবরাহ করা পণ্যের দাম পরিশোধ করতে নিজেদের স্মার্টফোন ব্রাউজার ও তাতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই সহজে ক্যাশলেস পে’র মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন।

ই-কমার্স তথা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ক্রেতা-ভোক্তাদের ঘরে বসেই ডিজিটাল উপায়ে নিরাপদে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিশ্চিন্তে নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী কেনার সুযোগ এনে দিয়েছে। মাস্টারকার্ডের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, সারা বিশ্বে ক্রেতারা এখন সশরীরে দোকানে বা সুপার শপে যাওয়ার চেয়ে ঘরে বসে ই-কমার্স বা অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য কেনাকাটায় ঝুঁকছেন। মাস্টারকার্ডের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০ জনের ৬ জন বর্তমান করোনাকালে গতানুগতিক ধারা ছেড়ে অনলাইনভিত্তিক লেনদেন করছেন এবং করোনার পরেও স্থায়ীভাবে এই পদ্ধতিতে কেনাকাটা করতে চান।

বর্তমানে বাংলাদেশে অনলাইনভিত্তিক কেনাকাটার দাম পরিশোধের ক্ষেত্রে ৯৫ শতাংশই সম্পন্ন হয়ে থাকে ক্যাশ অন ডেলিভারি (সিওডি) অর্থাৎ ক্রেতার পণ্য পেয়ে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে। কভিড-১৯ মানুষকে নগদ অর্থ লেনদেনের পরিবর্তে ডিজিটাল পেমেন্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক নোট বা নগদ টাকা স্পর্শ করাও এখন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে, এমন আশঙ্কা থাকায় মানুষ ক্রমান্বয়ে ক্যাশলেস লেনদেনে ঝুঁকে পড়ছেন। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ক্যাশলেস পে’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আন্তঃলেনদেন সুবিধা নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে লেনদেনের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘পরিবর্তিত নতুন সময়ে ভার্চুয়াল মুদ্রার দিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। বিটকয়েনের মতো মুদ্রাকে অনুমোদন না দিলেও এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারণী বৈঠক করতে হবে। তা না হলে আমরা পিছিয়ে পড়ব এবং সাইবার সিকিউরিটির দিকে নজর দিয়েই আমরা ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তুলব।’

পেপারফ্লাইয়ের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) রাহাত আহমেদ এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের এই উদ্যোগ ডিজিটাল বা প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা ই-কমার্স ইকো-সিস্টেমের প্রসারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে এখন থেকে ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে যেমন ক্যাশলেস উপায়ে পণ্যের দাম পরিশোধের নতুন বিকল্প এসে গেছে, তেমনি আমাদের মতো অনলাইন মার্কেটপ্লেস এবং অনলাইনে পণ্য বিক্রয়কারীদের জন্যও দ্রুত নগদ অর্থ প্রবাহের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইবিএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও আলী রেজা ইফতেখার বলেন, ‘ইবিএল সব সময়ই তার গ্রাহকদের নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়। কভিড- ১৯-এর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার সময় থেকেই আমরা বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করে আসছি। পেপারফ্লাইয়ের সাথে ক্রেতা-ভোক্তাদের জন্য অনলাইনে পণ্যের অর্ডার দিয়ে ক্যাশলেস উপায়ে মূল্য পরিশোধের এমন একটি সময়োপযোগী সেবা চালু করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল বলেন, ‘বর্তমান কভিড-১৯ মহামারীর দুঃসময়ে ই-কমার্স ও ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা জনগণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জনগণ এখন নগদ অর্থে লেনদেন কমিয়ে ডিজিটাল লেনদেনের দিকে ঝুঁকছেন। মাস্টারকার্ড বিশ্বাস করে, কভিড- ১৯ মহামারীর পরেও এই ডিজিটাল উপায়ে লেনদেন অব্যাহত থাকবে। নতুন এই ‘ক্যাশলেস পে’ সেবা চালুর ফলে ভোক্তা-গ্রাহকেরা নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে লেনদেন করতে পারবেন। তারা অনলাইনে নিজেদের অর্ডার করা পণ্যের ডেলিভারি বা পণ্য হাতে পাওয়ার পরে মাস্টারকার্ডের ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রি-পেইড কার্ড এবং মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন।’ কজ